আজকের কাগজ

তারিখ 13 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

135

প্রচণ্ড উত্তেজনাঃ যে কোনো সময় বড় সংঘর্ষ

ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাসে কাল সন্ধ্যাতেও গোলাগুলি হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ দু'টি বিবদমান ছাত্রসংগঠনের সশস্ত্র সংঘর্ষে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭/১৮ রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, গতকাল জহুরুল হক হলের সামনে সাবেক আবু সাঈদ হল এলাকায় ছাত্রলীগের (আ-অ) ৬৩ নং ও ৬৪ নং ওয়ার্ডের সম্মেলনের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া হয়। সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটের দিকে সম্মেলন অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে উপাচার্যের বাসভবনের দিক থেকে ছাত্রদলের একদল সশস্ত্রকর্মী গুলি ছুঁড়তে থাকে। এসময় ১০/১২ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। সম্মেলন স্থলে উপস্থিত ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীরা প্রাণভয়ে জহুরুল হক হলের দিকে ছুটতে থাকে। পরে জহুরুল হক হলের গেট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের দিক থেকে ছাত্রলীগের (আ-অ) সশস্ত্র কর্মীরা ৫/৬ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। এরপর গুলি থেমে যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রতিপক্ষ দু'টি ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা সশস্ত্র অবস্থায় হল পাহাড়া দিচ্ছে এবং সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্যে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। যে কোনো সময় আবারো সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটতে পারে।

শিক্ষক সমিতির বিবৃতি ঃ সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার জন্যে শিক্ষকেরা বারবার সরকার ও রাজনৈতিক দলের কাছে দাবি করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ শাহাদত আলী এক বিবৃতিতে একথা বলেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রতিদিনই দু'একটি ছোট-খাটো সংঘর্ষ ঘটে এবং হলে হলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছাত্ররা নির্যাতনের শিকার হয়। এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। অস্ত্র উদ্ধার করতে না পারলে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে না। জনগণের সমর্থন পুষ্ট গণতান্ত্রিক সরকার অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন বলেও বিবৃতিতে তারা আশা প্রকাশ করেন।